শিক্ষা বাজেট জিডিপির ৬ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন: নতুন শিক্ষামন্ত্রী

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট
বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬

নতুন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার না দিলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান বাজেটে শিক্ষার বরাদ্দ জিডিপির তুলনায় এখনো বেশ কম। তাই প্রথমে অগ্রাধিকার খাতগুলো সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং এরপর বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

বুধবার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্য ও নিরাপত্তা খাতে গুরুত্ব দেওয়া স্বাভাবিক হলেও স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর শিক্ষা খাত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার না পাওয়া হতাশাজনক।

পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল ও শ্রীলঙ্কার তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষা বাজেট কম হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। বর্তমানে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির মাত্র দুই শতাংশের

কাছাকাছি, যা অন্তত পাঁচ থেকে ছয় শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

পাঠ্যক্রম বা কারিকুলাম নিয়ে চলমান বিতর্ক প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রমে পরিবর্তন আসলেও তা নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। তবে যে কোনো পরিবর্তন অবশ্যই বাস্তবতার নিরিখে এবং প্রয়োজনীয়তার আলোকে হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

নিজের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে এহছানুল হক মিলন বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করাই তার প্রধান লক্ষ্য। দেশের শিক্ষা ও গবেষণাকে যেন উন্নত বিশ্ব মূল্যায়ন করে, সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, দেশের বর্তমান নেতৃত্বের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি কাজ করতে চান। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বর্তমান অবস্থা থেকে একটি সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।